

॥ ১০ ॥ স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মতবাদ (Freud's theory of Dreams) :

সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)* স্বপ্ন সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদ গ্রহণ না করে স্বপ্নকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ফ্রয়েডের মতে, শারীরতন্ত্রীক কিংবা উদ্দীপক সংক্রান্ত কিংবা গতানুগতিক মনস্তাত্ত্বিক মতবাদের কোনটির সাহায্যেই স্বপ্নের সূত্র ব্যাখ্যা করা যায় না। এতাবৎকাল মনে করা হত, স্বপ্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দেয়। অর্থাৎ স্বপ্নে আমরা যা দেখি তার সাথে অতীতের কোন ঘটনার সম্পর্ক নেই, তা ভবিষ্যতে স্বপ্নদ্রষ্টার জীবনে কি ঘটবে তারই ইঙ্গিত বহন করে। ফ্রয়েড এই মতবাদও সমর্থন করেন না। ফ্রয়েড বলেন যে, মনোবিদ্যা জ্যোতিষশাস্ত্র নয়। মনোবিদ্যা একটি বিজ্ঞান। কাজেই স্বপ্নকে

স্বপ্ন ব্যাখ্যায় ফ্রয়েড
বিজ্ঞানসম্মত নীতি
অনুসরণ করেছেন

যদি ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতেই তা করতে হবে। অর্থাৎ সব ঘটনাই কোন না কোন কারণ বা নিমিত্ত থেকে উদ্ভূত—এই নীতিকে মেনে নিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হতে হবে।

আমরা সাধারণতঃ মনে করি, স্বপ্ন দেখলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। কিন্তু ফ্রয়েড স্বপ্নকে নিদ্রারক্ষক (guardian of sleep) বলেছেন। স্বপ্ন দেখার ফলেই বরং অনেকস্থলে নিদ্রা ভেঙে যায় না। বাইরের কোন গোলমাল কিংবা মানসিক কোন অশান্তি স্বপ্ন নিদ্রাকে রক্ষা করে বা দ্বন্দ্বের ফলে নিদ্রার ব্যাঘাত হতে পারে। বাইরের শব্দে যাতে ঘুম না ভেঙে যায়, তার জন্য বাইরের শব্দ নিয়ে স্বপ্ন একটি ঘটনার জাল বোনে। ঘুমন্ত অবস্থায় ঘরে অ্যালার্ম ঘড়ি বেজে উঠলো এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলো যে, অগ্নিনির্বাপক গাড়ি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে কোথাও আগুন নিভাতে যাচ্ছে। এর ফলে ব্যক্তি নিরুপদ্রবে ঘুমাতে থাকে। অথবা, “দারুণ গ্রীষ্মে নিদ্রা গিয়েছি ; নিদ্রিত অবস্থায় বড়ই পিপাসা পেল। এতে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু স্বপ্ন দেখলাম, আমি আকর্ষণীয় শরবত খাচ্ছি। এর ফলে যে কাল্পনিক তৃপ্তি হল, তাতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিল না। অবশ্য এই কাল্পনিক তৃপ্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী না হইতে পারে।” চাহিদাটি যদি মানসিক হয় এবং আমরা যদি মানসিক চাহিদা সম্পর্কে সচেতন থাকি, তা হলেও অতৃপ্ত মানসিক চাহিদাটি স্বপ্নে কাল্পনিক চরিতার্থতা লাভ করে নিদ্রাকে অটুট রাখতে পারে। যেমন—সাময়িক ভাবে পরস্পর থেকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হয়েছে এমন প্রণয়ীযুগলের তীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষা তাদের নিদ্রার ব্যাঘাতস্বরূপ। এ রকম প্রণয়ীযুগল প্রায়ই স্বপ্ন দেখে যে, তারা পুনরায় মিলিত হয়েছে। মিলনাকাঙ্ক্ষার এই ধরনের কাল্পনিক তৃপ্তি তাদের নিদ্রাকে সাহায্য করেছে। অবশ্য স্প্রাপ্যবস্থায় এই ধরনের কাল্পনিক তৃপ্তি নিদ্রাকে সব সময়ই রক্ষা করতে হয়ত পারে না, কিংবা রক্ষা করতে পারলেও বেশিক্ষণ হয়ত পারে না, কিন্তু স্বপ্ন যে নিদ্রাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে তা এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে।*

ফ্রয়েড আরও বলেন যে, সব স্বপ্নই ইচ্ছা-পরিপূরণ (All dreams are wish fulfilments)। স্বপ্নের নিদ্রারক্ষকের ভূমিকা প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, স্বপ্নে কোন না কোন ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ঘটে। তবে, এই ইচ্ছা স্বরূপে প্রত্যক্ষভাবে

* জন্ম ১৮৫৬ এবং মৃত্যু ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। ফ্রয়েড জন্মসূত্রে অস্ট্রীয়ান, জাতিতে ইহুদী এবং পেশায় চিকিৎসক, বিশেষ করে মনোরোগের চিকিৎসক। আধুনিক মনঃসমীক্ষণবাদের তিনিই প্রথম প্রবক্তা। মনোবিদ্যার এতাবৎ প্রচলিত চিন্তাধারায় তিনি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তিনি জার্মানী থেকে লন্ডনে চলে আসেন এবং সেখানেই তিনি পরলোকগমন করেন।

৪. শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু : স্বপ্ন, পৃ. ৭৫

৫. “The dream may not always succeed in its function, and then one wakes up with an idea that one has been disturbed by a dream...Of course this sort of satisfaction may not always be successful, but it goes to show that dreams really guard our sleep”—Girindra Shekhar Bose : *Everyday Psychoanalysis*, Para 139.

তৃপ্তিলাভ নাও করতে পারে। বরঞ্চ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বপ্নের মধ্যে ইচ্ছার পরোক্ষ তৃপ্তি ঘটে এবং ইচ্ছাটিও স্বরূপে আবির্ভূত হয় না। আমাদের জাগ্রত অবস্থায় যে সব ইচ্ছা তৃপ্তি হতে পারে না কিংবা যে সব ইচ্ছার তৃপ্তি ঘটা সম্ভব হয় না, সেই সব স্বপ্নই সব ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করে। ইচ্ছা, কামনা, বাসনা— এগুলিই হল স্বপ্নের উপাদান বা মালমসলা। এদের দ্বারাই স্বপ্নের অবয়ব গঠিত হয় এবং এদের তৃপ্তির জন্যই স্বপ্নের উদ্ভব হয়। শিশুদের স্বপ্ন আলোচনা করলেই এই উক্তির যথার্থ্য প্রমাণিত হবে। যে শিশু সার্কাস দেখতে যেতে চেয়েছিল অথচ যাকে সার্কাস দেখতে যেতে দেওয়া হয়নি, সে রাতে স্বপ্ন দেখে, সে সার্কাস দেখছে। যে শিশু মিষ্টি খাওয়ার জন্য বায়না ধরেছিল অথচ যাকে মিষ্টি খেতে দেওয়া হয়নি, সে স্বপ্ন দেখলো যে, তাকে মিষ্টির দোকানে ছেড়ে দিয়ে মিষ্টি খাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। শিশুর স্বপ্নে তার অতৃপ্ত ইচ্ছা প্রত্যক্ষভাবে তৃপ্তিলাভ করে এবং এই ইচ্ছা সম্বন্ধে শিশু সর্বদাই সচেতন ছিল, অর্থাৎ তার অতৃপ্ত ইচ্ছাকে অবদমন করেনি। কাজেই, শিশুরা যেসব স্বপ্ন দেখে তা শিশুদের অনবদমিত অতৃপ্ত ইচ্ছার সাক্ষাৎ পরিপূরণ (direct fulfilment of unrepressed desires)।

বয়স্ক ব্যক্তিদের কিছু কিছু স্বপ্নে কোন ইচ্ছার সাক্ষাৎ তৃপ্তি ঘটতে পারে। যেমন— পেটুক ব্যক্তি ভোজবাড়িতে লোকলজ্জার জন্য আকণ্ঠ খেতে পারে নি। সে রাতে নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখলো যে, তার সম্মুখে নানাবিধ সুখাদ্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সে একেবারে 'হাত ডুবিয়ে' প্রাণ ভরে খাচ্ছে। তবে, বয়স্কদের স্বপ্ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এত সহজ ও সরল হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়স্ক ব্যক্তি যে সব স্বপ্ন দেখে, সেখানে কোন না কোন অতৃপ্ত ইচ্ছা চরিতার্থতা লাভ করে ঠিকই, কিন্তু তা পরোক্ষভাবে চরিতার্থতা লাভ করে। বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে এমন সব ইচ্ছা বা কামনা জাগতে পারে যা সভ্যজগতে সাক্ষাৎভাবে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না কিংবা যার সোজাসুজি তৃপ্তি ঘটানো সম্ভব নয়। এই সব ইচ্ছা সমাজ, সভ্যতা ও নৈতিক মানদণ্ডে অসামাজিক ও জঘন্য বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং, এই ধরনের ইচ্ছা মনের নির্জ্ঞান স্তরে (unconscious) অবদমিত (repressed) হয়। অসামাজিক ইচ্ছার নির্জ্ঞানে নির্বাসনের নাম অবদমন (repression)। কিন্তু অবদমিত ইচ্ছা বহুকাল রুদ্ধ থাকলেও তার ধ্বংস হয় না। জেলখানার কয়েদীর মতো এইসব অবদমিত ইচ্ছা সুযোগ পেলেই নির্জ্ঞান থেকে সংজ্ঞানে, অর্থাৎ মনের চেতনলোকে উঠে আসার চেষ্টা করে। ফ্রয়েড দেখেছেন যে, যেসব ইচ্ছা এইভাবে নির্জ্ঞানে অবদমিত হয়, তারা যৌন-ঘটিত অর্থাৎ কামজ অঙ্গীল ইচ্ছা। কামজ বাসনাই সভ্য সমাজে সর্বাধিক নিষিদ্ধ। কাজেই, জাগ্রত অবস্থায় এরকম কোন কামজ অসামাজিক ইচ্ছাকে আত্মপ্রকাশ করতেই

বয়স্ক ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছাগুলি কামজ ইচ্ছা

দেওয়া হয় না। তার তৃষ্টিবিধান করা তো দূরের কথা। সুতরাং, কামজ ইচ্ছাগুলিকে অবদমন করা হয় এবং এর ফলে তারা নির্জ্ঞানলোকে চলে যায় বলে আমরা তাদের সম্পর্কে আদৌ সচেতন থাকি না। কিন্তু এইভাবে অবদমিত হলেও কামজ ইচ্ছাগুলি মরে যায় না। তারা সুযোগ পেলেই সংজ্ঞানে উঠে আসে।

অবদমিত যৌন-ইচ্ছাগুলি কিন্তু স্বরূপে সংজ্ঞানে আসতে পারে না। মনের প্রহরীই (Censor) তাদের স্বরূপে আবির্ভূত হতে দেয় না। যে মানসিক ভাবসমষ্টি বা যে মানসিক শক্তি অসামাজিক কামজ ইচ্ছাকে অবদমিত করে নির্জ্ঞানে আবদ্ধ করে রাখে এবং তারা যাতে সংজ্ঞানে চলে আসতে না পারে তার জন্য সদা-সতর্ক প্রহরা দেয় তাকেই ফ্রয়েড 'মনের প্রহরী' (Censor) বলেছেন। নিদ্রাবস্থায় মনের প্রহরী অসতর্ক হলে অবদমিত কামজ ইচ্ছাগুলি বিভিন্ন ছদ্মবেশ ও নানা প্রকার প্রতীকের সাহায্য নিয়ে সংজ্ঞানে আসতে চেষ্টা করে এবং এর ফলে আমরা স্বপ্ন দেখি।

সুতরাং, বয়স্ক ব্যক্তির অধিকাংশ স্বপ্নের দুটি অংশ থাকে—একটি তার ব্যক্ত অংশ (manifest content) এবং অপরটি তার অব্যক্ত অংশ (latent content)। স্বপ্নে যা দেখা যায় তা-ই স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ। স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ সাধারণতঃ অর্থহীন, আজগুবি ও খাপছাড়া। স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ যার রূপান্তর বা ছদ্মবেশ তা-ই স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ। অব্যক্ত অংশই স্বপ্নের আসল অর্থ। এই অব্যক্ত অংশের সন্ধান না মিললে স্বপ্নের অর্থ বের করা অসম্ভব। স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ অর্থহীন ও খাপছাড়া হলেও তা যার ছদ্মবেশ সেই অব্যক্ত অংশ কিন্তু মোটেই খাপছাড়া নয়। অব্যক্ত অংশ স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিক জীবনের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তার মধ্যে যথেষ্ট যৌক্তিকতা ও সঙ্গতি বিদ্যমান থাকে। কাজেই, বয়স্ক ব্যক্তির স্বপ্নে অবদমিত অতৃপ্ত নির্জ্ঞান বাসনার পরোক্ষ তৃষ্টি ঘটে (indirect or disguised fulfilment of unfulfilled and repressed unconscious desires)। এইজন্যই ফ্রয়েড বলেন যে, সব স্বপ্নই কোন না কোন ইচ্ছার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ পরিপূরণ।*

ফ্রয়েডের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'Interpretation of Dreams' থেকে একটি স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা দেওয়া হল : একটি অবিবাহিতা যুবতী স্বপ্ন দেখলো, তার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর দ্বিতীয় পুত্র মারা গিয়েছে এবং ছেলেটির শবাধারের চারদিকে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে,

৬. স্বপ্ন ইচ্ছাপরিপূরণ—ফ্রয়েডের এই মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন হ্যাডফিল্ড (Hadfield), আইসেনক (Eysenk) এবং আরও অনেক মনোবিদ। ফ্রয়েড কিন্তু বলেন যে, স্বপ্নকে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করতে পারলে দেখা যাবে যে, তা স্বপ্নদ্রষ্টার কোন না কোন ইচ্ছার তৃষ্টি ঘটিয়েছে। যে সব স্বপ্ন আপাতদৃষ্টিতে নিছক অপ্রীতিকর সে সব স্বপ্নও আমাদের কোন ইচ্ছার পরিতৃষ্টি সাধন করে। এ বিষয়ে ফ্রয়েড অনেক স্বপ্নের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। একজন যুবক স্বপ্ন দেখলো, 'সে আয়নার

ঠিক যেমনটি করা হয়েছিল জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর সময়। যুবতীটি কোন সময়ই তার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুত্রের মৃত্যু কামনা করেনি। সুতরাং, এই স্বপ্ন দেখে যুবতীটি স্বপ্ন ও তার বিশ্লেষণের হতবুদ্ধি হয়ে স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করে দেবার জন্য ফ্রয়েডের শরণাপন্ন একটি দৃষ্টান্ত হয়। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা স্বপ্ন বিশ্লেষণের ফলে ফ্রয়েড যা আবিষ্কার করলেন তা হল—যুবতীটি তার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বাড়িতেই থাকতো। সেখানে থাকার সময় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বাড়িতে একটি যুবকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং যুবকটির প্রতি সে প্রণয়াসক্তা হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন কারণে তাদের এই প্রেম বিবাহে সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। যুবতীটি কিন্তু তার প্রেমাস্পদ যুবকটিকে ভুলতে পারেনি এবং তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আকুল হয়ে থাকতো। যুবকটি নানা বৈষয়িক কাজে ব্যস্ত থাকায় উভয়ের সাথে দেখাসাক্ষাৎ খুব কম হত। যুবতীটির জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর পারলৌকিক অনুষ্ঠানের সময় যুবকটি শোক স্তম্ভাপন করতে এসেছিল এবং সেই সময় উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তারপর তাদের আর সাক্ষাৎ হয়নি। সুতরাং, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যুর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রেমাস্পদ যুবকটির সাথে আবার সাক্ষাতের বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে। যুবতীটি তার ভগিনীপুত্রের মৃত্যুকামনা করেনি ; সে তার প্রেমাস্পদের দেখা পেতে চেয়েছে।*

এক্ষেত্রে স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ (latent content) মনের প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াবার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। এই জন্যই স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ দেখে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে, স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার ইচ্ছাকে পরিপূরণ করে।

সুতরাং ফ্রয়েড বলেন যে, সব স্বপ্নই আপসরফামূলক (compromise formula-tion)। অবদমিত ইচ্ছার মনের চেতনালোকে আসার প্রচেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মনের প্রহরীর বাধা দান—স্বপ্নের মধ্যে এই দুইয়ের একটি আপসরফা স্বপ্ন আপসরফামূলক ঘটে। যে সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ ছদ্মবেশ ধারণ করে আপন অন্তর্নিহিত অর্থকে লুকিয়ে রাখে তাদের স্বপ্নকৃতি (dream-work) বলে। একেই ঘুরিয়ে বলতে পারা যায় যে, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ অর্থাৎ স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে রূপান্তরিত হয় তাকেই স্বপ্নকৃতি বলে।* এই স্বপ্নকৃতির

→ সম্মুখে দাঁড়িয়ে হতচকিত হয়ে দেখলো যে, তার কালো চুল পাকা খড়ের রঙের মত (straw colour) হয়ে গিয়েছে। নিদ্রা ভঙ্গের পর যুবকটি জোর দিয়ে বললো, সে, পাকা খড়ের রঙের মত চুলওয়ালা লোককে একেবারে পছন্দ করে না এবং তার নিজের মাথায় চুল সে রকম হোক তা কখনই কামনা করে নি বা করতেও পারে না। সুতরাং, আপাতদৃষ্টিতে এই স্বপ্ন কোন ইচ্ছা পরিপূর্ণ নয়। কিন্তু মনঃসমীক্ষণের দ্বারা বিশ্লেষণের ফলে জানা গেল যে, যুবকটি একটি তরুণীকে ভালবেসেছিল, কিন্তু তরুণীটি তার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করে পাকা খড়ের মত চুলওয়ালা একটি যুবকের প্রতি প্রণয়াসক্তা হয়। সুতরাং আলোচ্য স্বপ্নটি স্বপ্ন-দ্রষ্টার ইচ্ছার পরোক্ষ পরিপূরণ।

১. Freud : Interpretation of Dreams. P. 129

বিভিন্ন কৌশল (technique) আছে। অর্থাৎ নির্জ্ঞানে অবদমিত ইচ্ছাগুলি বিভিন্ন কৌশল
 স্বপ্নকৃতি অবলম্বন করে স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে যে রূপ দেখা যায় সেই রূপ
 ধারণ করে স্বপ্নে আবির্ভূত হয়। স্বপ্নকৃতির এই কৌশলগুলি হল—
 প্রতীক-গ্রহণ (symbolisation), সংক্ষেপণ (condensation), অভিক্রান্তি (displacement)
 ও নাটন (dramatisation)।

(১) প্রতীক গ্রহণ (Symbolisation) : নির্জ্ঞানের অবদমিত বাসনা বিভিন্ন প্রতীকের
 (symbol) সাহায্যে আত্মগোপন করে স্বপ্নে ব্যক্ত হয়। ফ্রয়েড এইসব প্রতীকের এক দীর্ঘ
 তালিকা দিয়েছেন। প্রতীকগুলি সর্বজনীন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রতীক : রাজা ও রানী
 যথাক্রমে স্বপ্নদ্রষ্টার পিতা ও মাতার প্রতীক। ছোট ছোট ইতর প্রাণী ভাইবোনের প্রতীক।
 পোশাক পরিচ্ছদ নগ্নতার এবং জল জন্মগ্রহণের প্রতীক। এসব ছাড়াও ছাতা, লাঠি, পেনসিল,
 পিস্তল, এরোপ্লেন, ছুরি, চাবি ও অন্যান্য যে কোন লম্বা জিনিস পুংজননেত্রিয়ের প্রতীক
 এবং বাস্ক, দেবরাজ, গুহা, সুড়ঙ্গ ও অন্যান্য যে কোন জিনিস যা অন্য কোন দ্রব্যকে নিজের
 মধ্যে আশ্রয় দিতে পারে তা স্ত্রীজননেত্রিয়ের প্রতীক। ফ্রয়েডের মতে, প্রতীক হল স্বপ্নের
 সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।

(২) সংক্ষেপণ (Condensation) : স্বপ্নকৃতির দ্বিতীয় কৌশল হল 'সংক্ষেপণ'।
 প্রতীকের সাহায্য ছাড়াও স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ নিজেকে এমন সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত করতে
 পারে, যার ফলে স্বপ্নের অর্থ বোধগম্য হয় না। সংক্ষেপণের উদাহরণ হিসাবে ফ্রয়েড তাঁর
 নিজের একটি স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন। ফ্রয়েড স্বপ্নে তাঁর এক চিকিৎসক-সহকর্মীকে
 দেখলেন এবং সহকর্মীর এক মুখ দাড়ি দেখে অবাক হলেন। প্রকৃতপক্ষে সহকর্মীটি দাড়ি
 রাখে না। এরকম দাড়ি যিনি রাখেন তিনি হলেন ফ্রয়েডের কাকা। ফ্রয়েডের এই কাকাকে
 সকলেই নির্বোধ মনে করতো। কাজেই স্বপ্নে সহকর্মীকে নিজের কাকার সাথে এক করে
 দেখার মূলে রয়েছে সহকর্মী চিকিৎসকটির বুদ্ধির উপর ফ্রয়েডের অনাস্থা।*

(৩) অভিক্রান্তি (Displacement) : অভিক্রান্তির জন্যও স্বপ্নের প্রকৃত অর্থহীনত্ব
 করা দুরূহ হয়ে পড়ে। আমাদের জাগ্রত জীবনে আমরা যে ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি যে
 মনোভাব বা আবেগ পোষণ করি, স্বপ্নে সেই আবেগ অপর কোন বস্তুর প্রতি ন্যস্ত হতে
 পারে। যেমন—ক-বাবুর প্রতি আমার আক্রোশ আছে, কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম খ-বাবু আমার
 আক্রোশের পাত্র হয়েছেন, যদিও বাস্তব জীবনে খ-বাবুর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আক্রোশ
 নেই। এক্ষেত্রে, ক-বাবুর প্রতি আক্রোশ স্বপ্নে খ-বাবুর প্রতি আক্রোশ হিসাবে দেখা দিয়ে
 স্বপ্নকে দুরূহ করে তুলেছে।

৮. "...the process by which the latent dream is transformed into the manifest dream is called
 "THE DREAM WORK"—Freud : Introductory Lectures on Psychoanalysis. P. 143.

৯. Freud : Interpretation of Dream. P. 142

অন্য ধরনের অভিজ্ঞাতিও হতে পারে। স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে যা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, তা স্বপ্নের প্রকৃত অর্থের দিক থেকে হয়ত খুবই নগণ্য। স্বপ্নে প্রকৃত বাসনার আসল অংশ প্রাধান্য লাভ না করে একটি অপ্রধান বিষয় স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে প্রাধান্য লাভ করতে পারে। স্বপ্নে আমরা হয়ত বাঘ দেখে মোটেই ভয় পেলাম না, কিন্তু একটি নিরীহ মেঘশাবক দেখে অত্যন্ত ভয় পেলাম।

(৪) নাটন (Dramatisation) : স্বপ্নের অব্যক্ত অংশের সমস্ত বিষয়ই দার্শনিকপ্রতিরূপের (visual imagery) আকারে পরিণত হয়ে ব্যক্ত হয়। অতীত কিংবা ভবিষ্যতের কোন ঘটনা দেখাতে হলে নাটকে যেমন তাকে বর্তমানের রূপ দিতে হয়, স্বপ্নেও তেমনই অতীত কিংবা ভবিষ্যতের ব্যাপারকে বর্তমানের রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয়। “যে প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে অব্যক্ত অংশের সমস্ত বস্তু বর্তমানে দৃশ্য ঘটনাবলীর চিত্রে রূপান্তরিত হয়, ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন নাটন।”^{১০} নাটনপ্রক্রিয়া অনেকটা প্রতীক গ্রহণের সমগোত্রীয়। নাটনে স্বপ্নের অব্যক্ত অংশকে মনের বাইরে বাস্তব জগতে ঘটমান ঘটনা হিসাবে দেখা হয়। আমার দার্জিলিং যাবার বাসনা স্বপ্নে এরকম ভাবে ব্যক্ত হতে পারে—কলেজ গ্রীষ্মের জন্য ছুটি হল, শিয়ালদহ স্টেশন, দার্জিলিং মেল, আমি ট্রেনে উঠলাম।

(৫) অনুযোজনা (Secondary elaboration) : অনুযোজনা স্বপ্নকৃতির কৌশলের অন্তর্গত না হলেও এর ফলে স্বপ্নবৃত্তান্তের অনেক পরিবর্তন হয়। আমরা লক্ষ্য করি যে, স্বপ্ন দেখার পর জেগে উঠে অন্যের কাছে বলার সময় স্বপ্নবৃত্তান্তের অনেক পরিবর্তন ঘটে থাকে। অর্থাৎ স্বপ্নের মধ্যে যেখানে যে সব ফাঁক বা অসংলগ্নতা আছে, সেগুলিকে ভরাট করে মেজে ঘষে তবে আমরা অপরকে একটি নিটোল স্বপ্ন বৃত্তান্তের বর্ণনা দিই। জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, বর্ণনা করার সময় স্বপ্নের এই ধরনের পরিবর্তনের নাম দেওয়া হয়েছে ‘অনুযোজনা’।

সমালোচনা : স্বপ্ন সম্পর্কে ফ্রয়েডের মতবাদ আধুনিক চিন্তাজগতের বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আমরা আমাদের কিছু বাসনাকে অবদমন করি একথা সত্য। একথাও সত্য যে, বাসনা অবদমিত হলেও তার কিনাশ হয় না। স্বপ্নে এইসব অবদমিত বাসনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তৃপ্তি লাভ করে অর্থাৎ সংক্ষেপে, স্বপ্ন ইচ্ছা পরিপূরণ, একথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের জীবনে যৌন কামনাই/সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং সভ্যসমাজে একে সর্বদা পরিতৃপ্ত করা সম্ভব নয়। কাজেই, যৌনকামনাই সর্বাপেক্ষা বেশি অবদমিত হয়, একথা সত্য। কতকগুলি স্বপ্ন প্রকৃতই অবদমিত যৌনকামনার দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। একথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, কিছু স্বপ্নের মধ্যে অবদমিত যৌনকামনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চরিতার্থতা লাভ করে। স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ যেসব প্রতীকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে তাদের কতকগুলি কামজ প্রতীক— একথাও অনস্বীকার্য।

১০. সুহৃৎ চন্দ্র মিত্র : মনঃসমীক্ষা, পৃ. ৬৭

কিন্তু এ সব সত্য স্বীকার করেও বলতে হয় যে, স্বপ্ন সম্পর্কে ফ্রয়েডের মতবাদ সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। সব স্বপ্নই কামজ স্বপ্ন নয়, কিংবা সব স্বপ্নই অবদমিত যৌনবাসনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তৃপ্তিসাধন নয়। এমন অনেক স্বপ্ন আছে যা ব্যাহত কিন্তু ফ্রয়েডের মতবাদ আত্মকর্তৃত্বের (thwarted self-assertion) পূরণ স্বরূপ। অ্যাডলার সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয় (Adler) এই মতবাদের সমর্থক। ইয়ং (Jung)-এর মতে এমন অনেক স্বপ্ন আছে যা বর্তমানের কোন সমস্যাকে রূপায়িত করে এবং স্বপ্নদ্রষ্টা কিভাবে উক্ত সমস্যার সমাধান করতে চায় তার ইঙ্গিত দেয়। আবার এমন স্বপ্নও আছে যা অবাধ কল্পনার প্রকারভেদ মাত্র, কোন যৌনবাসনার রূপান্তর নয়।

স্বপ্ন সম্পর্কে ফ্রয়েডের মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে ম্যাক্‌ডুগল (McDougall) যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য। ম্যাক্‌ডুগল বলেন যে, স্বপ্ন ব্যাখ্যা সম্পর্কে ফ্রয়েডের মতবাদ কতকগুলি স্বপ্ন সম্পর্কে সত্য হতে পারে, বিশেষ করে উদ্বায় রোগীর উপসংহার (neurotics) কিছু স্বপ্ন সম্পর্কে, কিন্তু এই মতবাদের সাহায্যে সকল মানুষের সকল স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় একথা বলার সপক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি নেই।”